কালের কণ্ঠ

16 FEB 2015

চবিতে দুই মাসের মাথায় ছাত্রলীগে ফের রক্তারক্তি

বিভিন্ন কার্যালয়ে তালা সহকারী প্রক্টরের বাসায় ঢুকে হুমকি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাপস হত্যার রেশ কাটতে না কাটতেই প্রায় দুই মাসের মাথায় আবারও সংঘর্ষ ও রক্তারক্তির কাণ্ড ঘটিয়েছে সরকার সমর্থক ছাত্রলীগের দুটি পক্ষ। আহত চারজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।

গতকাল রবিবার ভোরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের শাটল ট্রেনের বণিভিত্তিক সংগঠন সিএফসি ও ভিএক্সের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। এ সময় সিএফসির নেতা-কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক, প্রশাসনিক ভবন ও শিক্ষক ক্লাবসহ বেশ কয়েকটি কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

সংঘর্ষের পর পুলিশ দুটি হল তল্লাশি করে ৫৬ জনকে আটক করেছে। এ ছাড়া গুরুতর আহত ভিএক্স গ্রুপের নেতা সোহেল খান ও কাউসার আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা দুজন তাপস হত্যা মামলার আসামি। উল্লেখ্য, চুজ ফ্রেন্ড উইথ কেয়ার (সিএফসি) ও ভার্সিটি এক্সপ্রেস (ভিএক্স) নামের ছাত্রলীগের শাটল ট্রেনের বণিভিত্তিক সংগঠন দুটি চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর অনুসারী। দীর্ঘদিন ধরে এ দুটি পক্ষ বিবাদে লিপ্ত। সর্বশেষ গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর এ দুটি পক্ষের সংঘর্ষে তাপস সরকার নামের এক কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ ঘটনার পর থেকে ভিএক্সের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায়। গতকাল সকালে ভিএক্স ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে আবারও সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

চবিতে দুই মাসের মাথায়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

শাহজালাল হলে প্রবেশ করে ভিএক্সের শখানেক নেতা-কর্মী। এ খবর পেয়ে সিএফসির নেতা-কর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় পুলিশ ১০-১২ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস শেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কাঁদানে গ্যাসের শেলের আঘাতে সিএফসির কর্মী ইতিহাস বিভাগের রাসেল ও নিয়াজ আহত হন।

এরপর ভিএক্স নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক, শিক্ষক ক্লাব, প্রশাসনিক ভবন, পরিবহন দপ্তর ও প্রকৌশল দপ্তরে তালা দেয় সিএফসির নেতা-কর্মীরা। এ সময় দুটি দোকান ভাঙচুর এবং ক্যাম্পাসের সব দোকান বন্ধ করে দেয় তারা।

এ ছাড়া শিক্ষকবাস চলাচলে বাধা এবং সহকারী প্রক্টর অরূপ বড়ুয়ার বাসায় গিয়ে হুমকি দেয় সিএফসির কয়েকজন কর্মী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, হল ছেড়ে পালানোর সময় ভিএক্স নেতা সোহেল খানকে কুপিয়ে এবং কাউসার আলমকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে সিএফসির কর্মীরা। তাঁদের হাটহাজারী আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ তাঁদের হেফাজতে নিয়েছে।

হামলা ও দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে সিএফসির নেতা-কর্মীদের মহড়া দেওয়ার কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ভোরে শাহজালাল হলে ওঠার পর থেকে সারা দিন বের হতে পারেনি ভিএক্স নেতা-কর্মীরা। এতে করে শাহজালাল হলের ডাইনিং বন্ধ যায়। বাইরে থেকে কোনো খাবার হলের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি সিএফসির নেতা-কর্মীরা।

এদিকে সন্ধ্যায় শাহজালাল ও শাহ আমানত হল তল্লাশি করে পুলিশ ৫৬ জনকে আটক করেছে। এর মধ্যে শাহজালাল হল থেকে আটক করা হয়েছে ৪৫ জনকে, যারা ভিএক্সের নেতা-কর্মী। অন্যদিকে শাহ আমানত হলে তল্লাশি চালিয়ে সিএফসির ১১ জন নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে রাঙামাটি থেকে তিন প্লাটুন পুলিশ এনে ক্যাম্পাসে মোতায়েন করা হয়েছে। আগে থেকেই ছিল ছয় প্লাটুন।

আটক বিষয়ে জানতে চাইলে হাটহাজারী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সালাহ উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পরিস্থিতি সামাল দিতে দুই পক্ষের ৫৬ জনকে আটক করা হয়েছে। থানায় নিয়ে যাচাই-বাছাই শেষে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

সিএফসির নেতাদের অভিযোগ, তাপস হত্যা মামলার আসামিসহ বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছে ভিএক্স। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টর ভিএক্সকে মদদ দিচ্ছেন। মহানগরের বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কোনো নেতার সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়াই ভিএক্স হলে উঠেছে বলেও অভিযোগ করেন সিএফসির নেতারা।

তাপস হত্যা মামলা ও বিস্ফোরক মামলার আসামিদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে সিএফসি।

এ ব্যাপারে সিএফসি নেতা ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন মামুন বলেন, 'আমার নেতা মহিউদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই হত্যা মামলার আসামিরা শাহজালাল হলে উঠেছে। প্রশাসন তাদের সার্বিকভাবে সহায়তা করছে। আসামিদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।'

ভিএক্সের একাধিক নেতার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা ফোন ধরেননি।

হুমকির বিষয়ে সহকারী প্রক্টর অরূপ বড়ুয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অফিসে তালা দিয়েও সিএফসির নেতা-কর্মীরা শান্ত হয়নি। আহসান হাবীব নয়ন, সাব্বিরসহ বেশ কয়েকজন সিএফসির কর্মী আমার বাসায় ঢুকে হুমকি দিয়েছে। এ সময় বাসায় থাকা শিশুরা ভয়ে খাটের নিচে পালিয়ে যায়।'

সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও প্রক্টর সিরাজ-উদ দৌল্লাহ ক্যাম্পাসেই আসেননি। তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পাঁচ-ছয়বার ফোন করা হয়, কিন্তু তিনি ফোনও ধরেননি।

একইভাবে বারবার যোগাযোগ করা হলেও উপাচার্য আনোয়ারুল আজিম আরিফ ফোন ধরেননি। সে কারণে পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে করণীয় বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।